

DR. DIBAKAR MANNA ,
ASSISTANT PROFESSOR,
TARAKESWAR DEGREE COLLEGE
SUBJECT- PHILOSOPHY

অভাব

মহর্ষি কনাদ কৃত বৈশেষিক দর্শনে সপ্তপদার্থ স্বীকৃত হয়েছে। পদার্থগুলির মধ্যে দ্রব্য, গুণ, কর্মাদি ছয়টি ভাবপদার্থ এবং সপ্তমটি অভাব পদার্থ বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কনাদ স্বতন্ত্রভাবে অভাবের উল্লেখ না করলেও ঐ দর্শনের বহু প্রধান গ্রন্থেই অভাব আলোচিত হয়েছে। যেমন- ‘সপ্তপদার্থী’ গ্রন্থে শিবাদিত্য , ‘তর্কসংগ্রহ’ গ্রন্থে অন্তঃভট্ট , ‘ভাষ্যপরিচ্ছেদ’ গ্রন্থে বিশ্বনাথ সপ্তম পদার্থরূপে অভাবের কথা বলেছেন। এই স্থলে লক্ষ্যণীয় যে, ভাব পদার্থের জ্ঞান না থাকলে অভাবের জ্ঞান হয় না। যেমন- ঘটজ্ঞান না থাকলে ঘটাব্যবহারের জ্ঞান হয় না। বস্তুতঃ এই কারণেই ছয়টি ভাব পদার্থের পরে সর্বত্রই অভাব আলোচিত হয়েছে।

অভাব কাকে বলে ? ‘ন ভাবঃ’ , অথবা ‘ভাব ভিন্নত্বম্’ – এইভাবে অভাবের লক্ষণ উপদৃষ্ট হয়ে থাকে। এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভাব ভিন্ন পদার্থই অভাব , এইভাবে অভাবের লক্ষণটি সূচিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বলা আবশ্যিক যে, পূর্বোক্ত তাৎপর্যেই বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী গ্রন্থে অভাবের লক্ষণ বলেছেন- “ষট্‌কান্যোন্ম্যভাবত্বম্ অভাবত্বম্”।

যে পদার্থে ছয়টি ভাব পদার্থের ভেদ আছে সেটি হল অভাব। দ্রব্যে দ্রব্যের ভেদ নাই কিন্তু গুণাদি পাঁচটি পদার্থের ভেদ আছে, গুণে গুণের ভেদ নাই, কিন্তু দ্রব্য কর্মাদি পাঁচটি পদার্থের ভেদ আছে, কিন্তু অভাবই একমাত্র পদার্থ যাতে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থেরই ভেদ আছে। এজন্য বলা হচ্ছে যে, দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের ভেদ যাতে থাকে সেইটি অভাব।

প্রসঙ্গ লক্ষ্যণীয় যে অন্যান্যভাব পদে ভেদ বোঝায়। অতঃপর প্রশ্ন হবে এই অভাব কয় প্রকার ও কি কি ? বিশ্বনাথ কারিকাবলী গ্রন্থে সংসর্গাভাব এবং অন্যান্যভাব ভেদে দ্বিবিধ বলেছেন। সংসর্গাভাব ত্রিবিধ ; প্রাগভাব, ধ্বংসভাব এবং অত্যন্তাভাব। অন্যান্যভাবের অবাস্তর ভেদ নাই। প্রসংগত বলা আবশ্যিক যে শ্রীমৎ অন্তঃভট্ট প্রভৃতি বিশ্বনাথের পথ অনুসরণ না করে

অভাবকে সরাসরি চতুর্বিধ বলেছেন। তাঁদের মতে প্রাগভাব ধ্বংসভাব অত্যন্তভাব এবং অন্যান্যভাব ভেদে অভাব চতুর্বিধ।

এখন সংসর্গাভাব এবং তার অবান্তরভেদগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। সংসর্গাভাব শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। এখানে সম্বন্ধ বলতে সংযোগ এবং সমবায়কেই বোঝায়। এই দুটি সম্বন্ধের যেকোন একটি সম্বন্ধে অনুযোগীতে প্রতিযোগীর যে অভাব তাকে বলা হয় সংসর্গাভাব। যেমন- ভূতলে ঘট থাকে সংযোগ সম্বন্ধে। এই সম্বন্ধে অনুযোগী ভূতলে প্রতিযোগী ঘটের যে অভাব সেটি একটি সংসর্গাভাব।

এখন সংসর্গাভাবের ভেদগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। সংসর্গাভাবের প্রথমটি হল প্রাগভাব ন্যায় - বৈশেষিক শাস্ত্রে অসৎ কার্যবাদ বা আরম্ভবাদ স্বীকৃত হয়েছে। এই মতানুসারে উৎপত্তির পূর্বে সমবায়িকারণে কার্যটির অভাব থাকে, কার্যটি প্রছন্ন থাকে না। এখন উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে কার্যের যে অভাব সেটি হল প্রাগভাব যেমন- ঘটোৎপত্তির পূর্বে তার অবয়বে (কপালে) ঘটের যে অভাব সেটি হল প্রাগভাব। ন্যায়-বৈশেষিক মতে ঘটভাবের উৎপত্তির পূর্বে আমাদের জ্ঞান হয় ঘটঃ ভবিষ্যতি-এইরূপ জ্ঞান হল যথার্থ এই যথার্থ জ্ঞানটির বিষয়রূপে যে অভাব স্বীকার করতে হবে সেটি হল প্রাগভাব। মুক্তাবলী গ্রন্থে বিশ্বনাথ প্রাগভাবের লক্ষণ বলেছেন-‘বিনাশি অভাবত্বম্’। বিনাশী অভাব হল প্রাগভাব। প্রাগভাবের আদি নাই কিন্তু অন্তঃ আছে। ঘটোৎপত্তির পরে ঘটে প্রাগভাব থাকে না।

দ্বিতীয় প্রকার সংসর্গাভাব হল ধ্বংসভাব। ঘটধ্বংসের পরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘট কপাল কপালিকাগুলি দৃষ্টে আমাদের জ্ঞান হয় ‘ঘটঃ নষ্টঃ’। নৈয়ায়িক বলেন যে, এরূপ জ্ঞানের যেটি বিষয় সেটি হল ধ্বংসভাব। ধ্বংসের পরে পদার্থটির যে অনুভূত হয় সেটি হল ধ্বংসভাব। ধ্বংসভাবের আদি আছে কিন্তু অন্তঃ নাই। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে ঘট ধ্বংসের পরে সেই ঘটের পুনঃ উৎপত্তি অসম্ভব। তাই ধ্বংসভাবের আদি আছে কিন্তু অন্তঃ নাই।

তৃতীয় প্রকার সংসর্গাভাব হল অত্যন্তভাব। বিশ্বনাথ মুক্তাবলী গ্রন্থে অত্যন্তভাবের লক্ষণ বলেছে - ‘নিত্য সংসর্গাভাবত্বম্’। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, প্রাগভাব এবং ধ্বংসভাবের যথাক্রমে অন্তঃ ও আদি আছে। অতএব প্রাগভাব এবং ধ্বংসভাব সংসর্গাভাব হলেও অনিত্য। আরও লক্ষ্যণীয় যে, অন্যান্যভাব নিত্য হলেও সেটি সংসর্গাভাব থেকে ভিন্ন। এই জন্য নিত্য সংসর্গাভাব বলতে অত্যন্তভাবকেই বোঝায়।

অত্যন্তাভাবের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত হল- গগনে রূপাভাব প্রভৃতি। গগনে অর্থাৎ আকাশে রূপের যে অভাব সেটি নিত্য হওয়ায় অত্যন্তাভাব। কিন্তু বিশ্বনাথ অত্যন্তাভাবের স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, ভূতলে ঘটাব। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেউ কেউ মনে করেন ভূতলে একবার ঘট আনীত হবার পরে পুনঃ পুনঃ রায় অপসারণ করা যেতে পারে। সুতরাং ভূতলে ঘটাব হল উৎপাদ বিনাশশীল চতুর্থ প্রকার সংসর্গাভাব। কিন্তু নৈয়ায়িকগণের মতে এরূপ স্বীকার্য নয়। কারণ সেই ক্ষেত্রে একই ঘট পুনঃ পুনঃ আনীত এবং অপসৃত হলে বারংবার অভাবের উৎপত্তি এবং বিনাশ স্বীকার করতে হবে। ফলতঃ গৌরব দোষ দেখা দেবে। এই দোষ থেকে পরিত্রাণের জন্য ভূতলে ঘটাব অত্যন্তাভাব নামেই গৃহীত হয়েছে। একস্থানে বা ভূতলে ঘট থাকলেও অপর স্থানে তার অভাব অনুভূত হতেই পারে। এমতাবস্থায় ভূতলে যে ঘটাব সেটি এই অর্থে অত্যন্তাভাব যে, ভূতলে ঘট আনীত হলেও কাল সংসর্গটি অনুভূত হয় না বলে ভূতলীয় ঘটাব অত্যন্তাভাব বলেই স্বীকার্য।

অপর একপ্রকার অভাব হল অন্যান্যভাব। অন্যান্যভাব শব্দের অর্থ হল ঘট পট নয় , গো অশ্ব নয় - এই ভাবে আমাদের যে ভেদ বুদ্ধি হয়, সেই ভেদবুদ্ধির বিষয়রূপে যে অভাবটি স্বীকৃত হয়েছে, সেটি হলঃ অন্যান্যভাব। এই স্থলে ঘট স্বরূপতঃ পট অথবা গো অশ্ব নয় , এই ভাবে অভাবের বোধ হয়ে থাকে। অর্থাৎ অনুযোগীতে প্রতিযোগী স্বরূপ সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হয় , অপর কোন সম্বন্ধে নয়। এই জন্যই এইরূপ অভাব অন্যান্যভাব নামে স্বতন্ত্র একটি অভাবরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

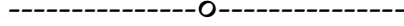
পরিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করবার অবকাশ আছে। মীমাংসক সম্প্রদায় অভাবকে অতিরিক্ত বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে অভাব প্রকৃতপক্ষে অধিকরণস্বরূপ। ভূতলে ঘটাব না থাকার অর্থ- কেবলমাত্র ভূতল থাকা। অতএব ঐ মতে ঘটাব ভূতলের অনতিরিক্তই বটে।

এতদুত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বললে গৌরব দোষ অনিবার্য হবে যেহেতু ঘটাবের অধিকরণ অপরিসংখ্যেয়। এই গৌরব দোষ পরিহার করার জন্যই অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলা চলবে না। নৈয়ায়িকের আরো কথা এই যে, 'ঘটঃ নাস্তি'। এইভাবে সকলেরই অভাবের অনুভব হয়ে থাকে। এমন কি কল্পনায় অসমর্থ শিশুও অভাবকে অনুভব করে। তাই অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থের মর্যদা দেওয়াই সমীচীন।

ভাবভিন্নত্বম্ অভাবত্বম্

ভিন্নত্ব কথার অর্থ ভেদ। ভেদ হল অন্যান্য্যভাব। অন্যান্য্যভাব হল এক প্রকার অভাব। অর্থাৎ অভাবকে জানতে হলে অভাবকে জানতে হবে এবং অন্যান্য্যভাবকে হলে অভাবকে জানতে হবে। অন্যান্য্যশ্রয় দোষযুক্ত।

ভাবভিন্নত্ব = ন ভাবঃ, এটা অভাব ছাড়া কিছু নয়, অভাবের লক্ষণটি অভাব ঘটিত হওয়ায় এটি আশ্রয় দোষ যুক্ত।



নঞ কথার ছয়টি অর্থ

(১) তৎসাদৃশ্য - তৎভিন্ন তৎসদৃশ ন ব্রাহ্মণঃ = অব্রাহ্মণঃ।

(২) তৎ অভাব - ন ঘটঃ = অঘটঃ।

(৩) তৎ অন্যত্ব - ন ভাবঃ = অভাবঃ।

(৪) তৎ অল্পত্ব - ন উদরা = অনুদরা।

(৫) অপ্রাশস্ত / নিন্দনীয় - ন কার্য = অ কার্য।

(৬) বিরোধ - ন সুরঃ = অসুরঃ।

অন্যোন্യാভাব-

ভাবভিন্নত্বম্ অভাবত্বম্

ভিন্নত্ব কথার অর্থ ভেদ। ভেদ হল অন্যোন্യാভাব। অন্যোন্্যাভাব হল এক প্রকার অভাব। অর্থাৎ অভাবকে জানতে হলে অভাবকে জানতে হবে এবং অন্যোন্্যাভাবকে হলে অভাবকে জানতে হবে। অন্যোন্্যাশ্রয় দোষযুক্ত।

ভাবভিন্নত্ব = ন ভাবঃ, এটা অভাব ছাড়া কিছু নয়, অভাবের লক্ষণটি অভাব ঘটিত হওয়ায় এটি আত্মাশ্রয় দোষ যুক্ত।